Name of the study area: Rural, Mirzapur
Data Type: IDI with Unqualified seller/prescriber
Length of the interview/discussion: 47min.
ID: IDI_AMR102_SLM_UnPQ_R_12 Oct 17

Demographic Information:

Gender	Age	Education	Seller/prescriber	Category	Year of service	Ethnicity	Remarks
Male	36	BA(Hon's)	Prescriber	Unqualified	10 Years	Bangali	

প্রশ্নকর্তা : আসসালামুআলাইকুম । আমি আসছি ঢাকা মহাখালী কলেরা হসপিটাল থেকে। ভাই আমরা এখানে আসছি একটা গবেষনার কাজে সেটা হইছে আমরা বুঝার চেষ্টা করতেছি যে মানুষ ও বাসা-বাড়ি সমূহে যে পশু-প্রানী থাকে ওরাতো বিভিন্ন সময় অসুস্থ হয়। তো এই অসুস্থ হলে পরামর্শ বা চিকিৎসার জন্য তারা কোথায় যায় ? এবং এ সময় কি কি পরামর্শ গ্রহন করে ? এই বিষয়গুলা আমরা জানার চেষ্টা করতেছি । সেক্ষেত্রে আপনারা যেহেতু লোকালি প্রেসক্রাইব করেন ঔষুধ দেন মানুষকে এবং আপনার একটা দোকান আছে। হু। তো আমরা এই কতগুলো বিষয় নিয়ে আপনার সাথে একটু কথা বলবো । এই অসুস্থতার সময় মানুষ এন্টিবায়োটিক কিনতে আপনাদের কাছে আসে কিনা ? এবং ক্রয় করে কিনা ? কতগুলো বিষয় এখানে আসবে সে সকল পরামর্শগুলা আমরা এখান থেকে শুনব আপনার সাথে এই আলোচনার মধ্য দিয়ে । তো আপনি কি আমার সাথে কথা বলতে রাজি আছেন ভাই?

উওরদাতা: হ ।রাজি আছি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। ধন্যবাদ, তো আমি একটু প্রথম শুনব ভাই আপনি একটু বলেনতো আপনার দোকান মানে এই পেশা সম্পর্কে আপনি একটু আমাকে বিস্তারিত বলেন এইযে ঔষুধের দোকানটা কবে কখন চালু করলেন ? কিভাবে চালু করলেন এবং কখন খুলেন এই বিষয়টা যদি একটু আমাকে বলেন ?

উওরদাতা: আমার এই দোকান চালু করছি আপনের দুই হাজার, দুই হাজার সাতে ।

প্রশ্নকর্তা :সাতে ?

উওরদাতা: সাত সালে। নিজের ইচ্ছায় সেচ্ছাকৃত ভাবে চালু করছি। আর এই এখানে বিভিন্ন ধরনের রুগী আসে। অনেকে প্রেসক্রিপশন নিয়েও আসে। প্রেসক্রিপশন ছাড়াও আসে। অনেক রুগী আছে যে শুধু নিজের ইচ্ছা মত ঔষুধ ডাইকে নিয়ে যায় কিন্তু , অনেকে আছে যে আবার ভাই আমি অসুস্থ হইছি আমাকে একটু পরামর্শ দেন, তখন পরামর্শ দেই, প্রদান করে থাকি আমরা। ঠিক আছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো ... ভাই দুই হাজার সাতে বললেন যে আপনি দোকানটা চালু করলেন ?

উওরদাতা: চালু করছি। দশ বছর ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনার পড়াশুনা কতটুক ?

উওরদাতা: পড়াশুনা মাস্টার্স কমপ্লিট করছি ।

প্রশ্নকর্তা : মাস্টার্স কমপ্লিট করছেন। তো মাস্টার্স কমপ্লিট করার পরে আপনার কাছে কেন মনে হইছে যে আপনি একটা ঔষুধের দোকান দিবেন ?

উওরদাতা: দিলাম নিজের ইচ্ছা মত ঔষুধের দোকান দিলাম ভালো লাগে এই পেশা এই জন্য দিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আর তো আপনি কখন দোকানটা খুলেন ?

উওরদাতা: সকাল আটটার দিকে খুলি আর লাঞ্চ টাইম বন্ধ থাকে । আবার তিনটার দিকে খুলে ঐ আর রাত আটটার দিকে বন্ধ করি।

প্রশ্নকর্তা : রাত আটটার দিকে বন্ধ করেন?

উওরদাতা: হ্যাঁ ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো একটা দোকান এটা যদি আমরা বলি এটাতো একটা ড্রাগ সপ , ঔষুধের দোকান তো এই ঔষুধের দোকানে কি কি ধরনের রোগী আসে? কারা আসে?

উওরদাতা: রোগী আসে এখানে , জ্বর , মাথা ব্যাথা , ঠান্ডা , এমনে কাঁশ, কাঁশি- টঁশি অনেক রোগী আসে ।

প্রশ্নকর্তা : মেইন কারা আসে ?

উওরদাতা: মেইন আসে জ্বরের জন্য আসে , কোন জায়গায় মানুষের কাটলে ছিড়ঁলে এগুলা নিয়ে আসে এন্টিবায়োটিকের কথা ঔষুধ চাইলে আমরা এন্টিবায়োটিক দেই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো এই ঔষুধের দোকানে এই কি কি ধরনের ঔষুধ আপনি রাখেন ?

উওরদাতা: এই জায়গায় জ্বরের ঔষুধ এবং বিভিন্ন প্যারাসিটামল জাতীয় ঔষুধ তারপরে আপনের এই প্রেসকিপশন ঔষুধ রাখা হয়।

প্রশ্নকর্তা : প্রেসকিপশন ঔষুধ রাখা হয়। এই প্রেসকিপশন ঔষুধ বলতে আপনি কোনটাকে বুঝাচ্ছেন ?

উওরদাতা: প্রেসকিপশন ঐ যে হল যে সেপথ্রি (cef-3) এই লেখে টেখে নিয়ে আসে, ঐগুলি থেইকা তারপরে আমরা দেই এন্টিবায়োটিক দেই । বিভিন্ন এটাই । ফাইমক্সিল (Fimoxyl) , টাইমক্সিল ; তারপরে হল ফ্রোফ্লক্স (Fluclox 500) এযে এগুলা আর কি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা সেপথ্রি , ফ্রোফ্লক্স এগুলো কি ?

উওরদাতা: এগুলা এন্টিবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক ? তো প্রেসকিপশনের কথা বলতেছেন প্রেসকিপশনটা কোথা থেকে আসে কারা দেয়?

উওরদাতা: প্রেসকিপশন আসে ঐযে লেখে নিয়ে আসে হসপিটাল থেকে তারপরে আমরা ঐকাগজ লিখে দেই , আর যারা পরিচিত ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: আমাদের বিশ্বাস করে যারা তারা এমনি আসে ।

প্রশ্নকর্তা : তারা এমনি আসে ? আচ্ছা এটা গেল এক ধরনের রোগী আমরা যদি একটা সকালের কথা চিন্তা করি এটাতো দোকান খুললেন ; দোকান খুলার পর আপনি কি কি কর্ম মানে কাজ করেন এখানে ?

উওরদাতা: দোকান খুলার পরে আমি প্রথমে ঘর ঝাড়ু দেই ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: তারপরে পরিষ্কার কইরে পানি টানি আনি ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: ফ্যানটা নিয়ে আইসা বসি ।

প্রশ্নকর্তা : তখন আপনার রুগী গুলো কখন আসে বা কোন পরিস্থিতিতে আপনার আসে ?

উওরদাতা: রোগীতো কোনো টাইম টেবিল নাই । যেকোন সময় আসতে পারে । টাইম টেবিল ছাড়া ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: এই বিকাল টাইমেই রুগী একটু বেশী হয় ।

প্রশ্নকর্তা : বিকালের টাইম ?

উওরদাতা: বিকালের টাইম ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । রোগীর যেটা বলছেন যে আসলেতো মানুষের অসুস্থতা কোন সময় হয় সেটাতো আমরা জানি না ; এই জন্য তো দেখা যায় যেকোন সময় রোগী আসতে পারে এজন্য আপনারা ওয়েট করেন রোগীর জন্য?

উওরদাতা: হু রোগীর ওয়েট করি ।

প্রশ্নকর্তা : তো যে প্রেসকিপশনের কথা বলতেছেন ,প্রেসকিপশনের রোগী গুলো আপনার কাছে আসে না অন্য কোথাও যায়?

উওরদাতা: অন্য কোথাও ও যায় । আমার কাছেও আসে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আপনে ও, আপনার কাছেও আসে?

উওরদাতা: হ্যা আমার কাছে ও আসে ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি কাদেরকে চিকিৎসা দেন ?

উওরদাতা: আমি বুঝতে পারলাম না কথাটা?

প্রশ্নকর্তা : আপনি কাদেরকে যখন একজন রোগী আসে ; তো বাবুল ভাই যেটা ফপমরা বলতে ছিলাম যে ধরেন একটা রোগী আপনার কাছে যখন কখন রোগীরা আসে ? কি নিয়ে আসে তারা ?

উওরদাতা: রোগীরা আসে রোগ সম্পর্কে এমন অনেক ঔষুধ পাতি গ্রহনের জন্য আসে ।

প্রশ্নকর্তা :হু । (৫মিনিট ১২ সেকেন্ড)

উওরদাতা: যে আমার এই সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: আমারে এই চিকিৎসা দেন এই জন্যে আসে ।

প্রশ্নকর্তা : তো আসলে আপনি কি করেন ?

উওরদাতা: তাদের মুখের কথা শুনে আমি ঔষুধ দেই । চিকিৎসা ও প্রদান করি ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি এটা কিভাবে দেন? আপনি কি মুখে মুখে দেন না প্রেসকিপশনে করে দেন?

উওরদাতা: ঔষুধ অনেক সময় মুখে মুখেও দেই । মুখে মুখেও দেই আবার নিজের ঔষুধ যদি না থাকে আবার আশপাশে যে দোকান আছে লেইখে দেই যে এইটা বা ঐটা । ঔষুধ এইটা লাগবে না ঐটা লাগবে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। তো ধরেন যদি আপনার একটা মুখে মুখে ঔষুধের কথা বলেন সে ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিকের কথা আপনি বলতে ছিলেন এই কোন কোন ক্ষেত্রে আপনাকে এন্টিবায়োটিক দিতে হয় একটু বলেন আমরা একটু শুনি যে কাকে এন্টিবায়োটিক আপনি প্রদান করেন ? কোন রুগী গুলো কে ?

উওরদাতা: ঐ ঐযে জয়েন্টের সমস্যা দাঁতের সমস্যা যদি দ্রীর্ঘ দিন ভুগে পুস পড়ে ব্যাথা করে তাইলে এন্টিবায়োটিক দেই । শরীরের অঙ্গ পতঙ্গ কোন জায়গায় যদি কেটে ছিড়ে যায় তাহলে এন্টিবায়োটিক দেই । দ্রীর্ঘ দিন যাবত ভুগতাছে পানি ঝড়তাছে , মেলা ঝড়তাছে তখন এন্টিবায়োটিক প্রদান করে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তো এইযে এন্টিবায়োটিক গুলো দিচ্ছেন এই এন্টিবায়োটিক দেয়ার ক্ষেত্রে কি আপনি কোন ধরনের সমস্যা বা চেলেঞ্জের সম্মূখীন হন কিনা ? আপনার কাছে কি মনে হয়েছে ?

উওরদাতা: যারা আমার কাছ থেকে ঔষুধ গুহন করছে এন্টিবায়োটিক নিছে এখন পর্যন্ত তাদের কোনো রিয়েকশন বা পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বলতে দেখি নাই । এবং অসুখ সারছে ।

প্রশ্নকর্তা : কোন পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আপনি দেখেন নাই ?

উওরদাতা: হ দেখি নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আপনার কাছে কি মনে হয় এই যে এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের বৃদ্ধি বা হ্রাস পাচ্ছে ? আপনার কাছে , আপনারা যে এন্টিবায়োটিক দেন মানুষ কে মানুষ কি করে এন্টিবায়োটিক কখন নিতে আসে বা কিভাবে নেয় একটু বলেন তো ?

উওরদাতা: যখন মানুষের মানে রোগীর জটিল সমস্যা দেখা দেয় তখন এন্টিবায়োটিক নিতে আসে । জটিল কোনো সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা : জটিল ?

উওরদাতা: সাধারন সমস্যায় আসে না ।

প্রশ্নকর্তা : জটিল সমস্যা বলতে কোনটাকে বুঝাচ্ছেন ?

উওরদাতা: জটিল সমস্যা বলতে আপনের অঙ্গ পতঙ্গের এক জায়গায় কাইটে গেছে ছিড়ে গেছে এগুলো সারে না দ্রীর্ঘ দিন পচন ধইরে থাকে তখন ঐ আসে । তখন আমরা এন্টিবায়োটিক প্রদান কইরে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি রোগী নিজে চায় না একজন ডাক্তার হিসেবে আপনি দেন ?

উওরদাতা: রোগী অনেক সময় নিজেও চায় আবার যখন কোন রোগী আইসে বলে যে আমার দিতে হইব কি করন লাগব কইরে দেন তখন দেই ।

প্রশ্নকর্তা : আর রোগী কখন চায়? কারা চায় ? কোন ধরনের রোগী গুলো চায় ?

উওরদাতা: বেশীর ভাগ রোগীগো সাথে খাটিয়ার থাকে তারা আইসে এগুলো ই করে ।

প্রশ্নকর্তা : সে কিভাবে জানে যে এগুলা এন্টিবায়োটিক লাগবে কি লাগবে না ?

উওরদাতা: ঐযে দ্রীর্ঘ দিন ধরে দেখে যে এটা সারতেছে না সাধারন ঔষুধ খাইছে গ্রহন করছে এগুলো কাজ হয় না তখন আর কি--। বুঝতে পারছেন?

প্রশ্নকর্তা : তখন সেক্ষেত্রে কোন ঔষুধটা কোন এন্টিবায়োটিকটা কাজ দিবে সেটা সে কিভাবে জানে ?

উওরদাতা: সে কিভাবে জানলো না আমরাই দেই সে খালি বললো যে এন্টিবায়োটিক দেন । ঐ এইগুলাই এরাতো অশিক্ষিত গ্রাম অঞ্চলেতো অশিক্ষিত লোক । ঠিক আছে ?

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তারা বুঝতে পারে না আমরা মানে আমাদের ঐযে গাইড বই আছে , ঐখানে ডাক্তারের বই আছে বই পইড়ে জানি ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: জাইনে সেই ঔষুধ দেই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তার মানে তারা ঔষুধের নাম বলে না ?

উওরদাতা: না বলে এন্টিবায়োটিক দেন ওনার কোনটা দরকার সেটা দিয়ে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : তো এন্টিবায়োটিক কি ? কি কাজ করে ? এটা কি সে জানে?

উওরদাতা: জানে সে জানে দেখেইতো চায় । নাইলে জানলো কিভাবে ?

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো তাইলে এখন আপনার কাছে কি মনে হয় ? এই যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহার মানুষযে চাচ্ছে বা ব্যবহার করে এটা কি হ্রাস বৃদ্ধি কি হচ্ছে ? কোনটা হচ্ছে? ব্যবহার বৃদ্ধি পাইছে না কমছে?

উওরদাতা: ব্যবহার বৃদ্ধি পাইছে ।

প্রশ্নকর্তা : বৃদ্ধি পাইছে ? কিভাবে একটু বলেনতো আমাকে?

উওরদাতা: ব্যবহার বৃদ্ধি পাইছে এইযে অনেকে জানে যে এন্টিবায়োটিক ছাড়া কাজ হইবো না , মানে ঐ দোকান থেকে দূরে থেকে আসে জিজ্ঞাসা করে যে ভাই আমার এন্টিবায়োটিক লাগবো সাধারন নরম্যাল ঔষুধ দিয়েন না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: হু। এটা বলে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা সাধারন নারম্যাল ঔষুধ দিয়েন না এটা সে কিভাবে জানলো ? এটা বুঝছে কিভাবে? একজন রুগী কিভাবে বুঝলো ?

উওরদাতা: বুঝে রোগী মানে অন্য কোন জায়গায় বা এ জায়গায় আসার আগে অন্য কোন জায়গায় থেকে কোন সেবা প্রতিষ্ঠান থেকে মনে হয় ঔষুধ গ্রহন করছে কাজ হয় নাই এজন্যই এই করছে ।

প্রশ্নকর্তা : তখন আপনার কাছে আসে বলে যে আপনার---

উওরদাতা: হ্যা সাধারন ঔষুধ খাইছে ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: কিন্তু কাজ হয় নাই পরে এই জায়গায় ।

প্রশ্নকর্তা : তো তখন আপনি তাদেরকে কোন ধরনের ঔষুধ গুলি দেন ?

উওরদাতা: ঐযে এন্টিবায়োটিক বলতে আপনের ঐযে ফাইমক্সিল এর কথা বললেন, সেফ-থ্রি, ফ্লোফ্লক্স তারপরে আপনের ফাইলুফেন ডি-এস (Phylopen Ds)

প্রশ্নকর্তা : ফাইলুফেন ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এগুলো কি কাজ করে ?

উওরদাতা: এগুলো হচ্ছে আপনের শরীরের কোনো জায়গায় কেটে গেলে , ছুঁলে গেলে এগুলা যখন আপনের কস হয় বা রসালো থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তো শুকানোর কাজ করে এগুলা।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাহলে আপনি বলতেছেন যে এন্টিবায়োটিকের ব্যবহারটা বৃদ্ধি পেয়েছে ?

উওরদাতা: বৃদ্ধি পেয়েছে ।

প্রশ্নকর্তা : বৃদ্ধি পেয়েছে না?

উওরদাতা: কোন রোগীর যদি এমনে ডায়বেটিসের সমস্যা থাকে ঐ লোকের যদি কোন জায়গায় কাইটে যায় বা ছুইলে যায় তখনতো এটা এন্টিবায়োটিক ও কাজ করবার চায় না । দ্রীর্ঘ দিন ধরে ভুগতে থাকে ।

(১০ মিনিট ১০ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা : তো এইযে আপনারা এই রোগীদের কে এন্টিবায়োটিক দিচ্ছেন বা তার প্রেসকিপশনে যদি আপনি বলেন যে কোন একটা ঔষুধ এটা লাগবে , এইটা দেওয়ার ক্ষেত্রে আপনারা কোনো কিছু মনে করেন কিনা যে তাকে কোনটা দিবেন না এটাতে সমস্যা এটা দিলে কি হবে ? এটা চিন্তা কাজ করে কিনা বা এটা চেলেঞ্জ আপনাদের কোনো মনে করেন ?

উওরদাতা: তখন মনে করি না তবে আমরা মোটামুটি যে বইটা বইটা আছে আমার।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: এম.বি.বি.এস. ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী বইটা আছে ঐ বই রাত্রে পড়ি , এবং ফলো করি ; ঠিক আছে?

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: বইটা পইড়ে ঔষুধ-পাতি দেই এ পর্যন্ত যা দিলাম মোটামুটি বললো যে ভালোই উপকার হইছে , সারছে এগুলা আরকি । সে অনুসারে ঔষুধ-পাতি দিয়ে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : জি । দিয়ে থাকেন , আচ্ছা । কোন একটা রোগীকে ধরেন আপনার এই যখন এন্টিবায়োটিক সাজেস্ট করেন তাদেরকে দেন তখন আপনি কি তাদেরকে এটা কতদিন খেতে হবে কোন সময় খেতে হবে এটার পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কি এই রেজিসটেন্স সম্পর্কে কি কোনো ব্যাখ্যা করেন কিনা ? নির্দেশনা দেন?

উওরদাতা: রোগী যখন আপনের আসে তখন বলি যে এই ক্যাপসুলটা বা এই ট্যাবলেটটা আপনের কোর্স সম্পূর্ণ করতে হবে । অনেকে বলে না ডোজ সম্পূর্ণ করতে হবে না আমার দুই চারটা খাইলেই সাইরে যাইবো । আর অনেকে ডোজ সম্পূর্ণ করে । তারে তাহলে সাতদিন বা চোদ্দদিনের আমরা ঔষুধ দিয়ে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : একটা ডোজ কতদিনের হয় আপনি বললেন?

উওরদাতা: সাতদিন অথবা চোদ্দদিন ।

প্রশ্নকর্তা : আর মানুষ কি কতদিনের চায়?

উওরদাতা: মানুষ এইতো অনেকেতো বলে তিনদিনের হইলে হইব সকাল বিকেল , অনেকে বলে না সাতদিনই খেলেও চলবো , হবে । এই ধরনের ঔষুধ দিলে ---- ।

প্রশ্নকর্তা : একজন ডাক্তার হিসেবে আপনি তাদেরকেতো বলতেছেন যে একটা ডোজের বথা বললেন ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : যে সাতদিনের ডোজের কথা ?

উওরদাতা: সাতদিন ।

প্রশ্নকর্তা : সর্বনিম্ন ডোজ কয়দিনের হয় ?

উওরদাতা: সর্বনিম্ন হইলো তিনদিন ।

প্রশ্নকর্তা : তিনদিন ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আর সর্বচ্চো?

উওরদাতা: সর্বচ্চো চোদ্দদিন ।

প্রশ্নকর্তা : সর্বচ্চো চোদ্দদিনের দেয়?

উওরদাতা: চোদ্দদিন ।

প্রশ্নকর্তা : এগুলা কতদিন কয় বেলা খেতে হবে এই কথাগুলো কি তাদেরকে বলেন?

উওরদাতা: বইলে দেই।

প্রশ্নকর্তা : তাদের কে বলেন । তো মানুষ ঐ যে বললেন যে কখন তারা বলে যে আমার এতগুলো লাগবে না আমাকে কমায় দাও । কখন বলে ?

উওরদাতা: কখন বলে এই যে তার অনেক সময় অর্থের অভাব থাকে , টাকার অভাব ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: তখন বলে যে আমার সব ঔষুধ লাগবো না ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: আমার কম হইলেও চলবো ।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে সেকি , এই ঔষুধে কাজ হবে ? আপনি কি বলেন তাকে ?

উওরদাতা: তখন বলিযে কাজ হইবো না । তারপরে বলে যে আমাকে অল্প করে দেন কাজ হইব তখন আর রোগীর সাথেতো আর লম্বা কথা -- । এখন যদি সে নিজে সেচ্ছায় বলে যে আমার তিনদিন ঔষুধে কাজ হবে তাইলে তিনদিনেরটা দেই । আর আমার ইচ্ছা অনুসারে যদি নেয় তাহলে সাতদিনের ঔষুধ দিই ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে কি বিষয়টা কি এরকম দাড়াচ্ছে রুগী তার নিজের ইচ্ছা মতো ঔষুধ নিচ্ছে না আপনার কথা শুনতেছে?

উওরদাতা: আমার কথাও শুনতেছে আবার অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে নিজের ইচ্ছা মতো ও নিচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা : নিজের ইচ্ছা মতো কারা নিচ্ছে ? কোন ধরনের রোগী গুলো ?

উওরদাতা: এই নিজের ইচ্ছা মতো নিচ্ছে যারা বুঝে না ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: অশিক্ষিত ।

প্রশ্নকর্তা : হু হু ।

উওরদাতা: সহজ সরল। এরা বুঝে না তারা নিতেছে । যারা কিছু শিক্ষিত তারা আবার, ওরা আরকি নিয়ম অনুসারে নিতেছে ডাক্তারের ইচ্ছা অনুযায়ী ।

প্রশ্নকর্তা : পরামর্শ অনুযায়ী ?

উওরদাতা: পরামর্শ অনুসারে নিতেছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। তো তাইলে এইযে আপনারা যে তাদেরকে বলছেন যে এই মাতদিনের ঔষুধ খেতে হবে বা চোদ্দ দিন ঔষুধ খেতে হবে । হ্যা ? এই কথাগুলো যখন বলেন তারা কি এগুলা নিয়ম গুলো মেনে চলে?

উওরদাতা: মেনে চলে।

প্রশ্নকর্তা : মেনে চলে। আর যেই মানুষটা ঐযে বলছেন আমাকে কমায় কমায় দেন?

উওরদাতা: কমায় দেন। হু ।

প্রশ্নকর্তা : কম করে দেন। তো ঐ লোক কি জানে যে এটা পুরাটা শেষ না করলে ঔষুধে কাজ করবে না ? আপনি তাদেরকে এই কথা গুলো বলেন?

উওরদাতা: বলি। বলি তো ।

প্রশ্নকর্তা : কিভাবে বলেন ?

উওরদাতা: বলি যে এগুলা কম করে নিলে কাজ করবে না । তারপরে বলে না দিয়েন আমাকে একটু কম করে দিয়েন । এটা তখন কম করে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : কম করে দেন তো এই যে কাজ করে না বলছেন তখন সে কি চিন্তা করে যে তাইলে আর ঔষুধ খাইয়ে লাভ কি ? তখন কি এই জিনিসটা আবার কি বলেন পরে আপনি বলেন কি না যে পরে আইসে নিয়ে যাইয়েন ? আচ্ছা ঠিক আছে এখন ; আমি জানি না আপনাদের ইয়াটা কথা বার্তাটা কেমন হয়? যে এখন যে কয়টা টাকা নিয়ে আসছি সে কয়টা টাকার ঔষুধ দিয়ে দেন আর পরে না হলে বাকি গুলো নিবো এরকম কোনো ঘটনা ঘটে কিনা?

উওরদাতা: এরকম ঘটনা ঘটে ।

প্রশ্নকর্তা : কি হয়?

উওরদাতা: যে অনেকে বলে সবাই কয় না , অনেকে বলে যে এখন তিনদিনের টাকা আছে আমার পরে যখন টাকা হবে তখন পরের ডি খাবো ।

প্রশ্নকর্তা : আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা বলতেছেন , কি বলেন একটু ?

উওরদাতা: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা বললে বলিযে পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া আমি দেখি নাই । রিয়েকশন হয় নাই ।

প্রশ্নকর্তা : কোন রিয়েকশন হয় নাই ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । কিন্তু তাদেরকে কি কখনো বলেন যে এটা রিয়েকশন হতে পারে ?

উওরদাতা: বলি । বলি যে হতে পারে তখন আবার যদি ২য় বার আসে তাহলে তার চেয়ে একটু ভালো দাওয়ার চেষ্টা করি ।

প্রশ্নকর্তা : আমাকে -- ।

উওরদাতা: ভালো তো দিলামই ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আবারও দিলাম মানে এটা ফিরায়ে অন্যটা দিয়ে দিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : অন্য ঔষুধ দিলেন ?

উওরদাতা: অন্য ঔষুধ দিলাম ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার কথা মানে কি হতে পারে ? পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হলে কি হয়? মানুষের , ঔষুধ একটা এন্টিবায়োটিক খেলে কি ধরনের পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে ?

উওরদাতা: পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে আমরা যদি মানে শরীর রক্তের সাথে ইয়ের সাথে প্রবাহিত হয় তখন মাথা ও ঘুড়াইতে পারে ।

(১৫ মিনিট ০২ সেকেন্ড)

প্রশ্নকর্তা : হু হু হু ।

উওরদাতা: ঝিম ঝিম করতে পারে।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: হটাৎ কইরে মানে হোচোট খাইয়ে পইড়ে যাইতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: এগুলাই পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া ।

প্রশ্নকর্তা : তো এগুলা সম্পর্কে করনিয় কি এগুলা সম্পর্কে কিছু বলেন?

উওরদাতা: করনীয় যেমন তখন বলি যদি কোনো সমস্যা হয় তাহলে আবার দ্বিতীয়বার আমার কাছে আইসেন ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা।

উওরদাতা: আসলে পরে আবার পরামর্শটা দিয়ে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো আবার পরামর্শটা দিয়ে দেন না ?

উওরদাতা: হু।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এখন বাবুল ভাই একটু বলেনতো কোন একটা নির্দিষ্ট রোগীকে এন্টিবায়োটিক দেবেন বা দেবেন না এটা কিভাবে সিদ্ধান্ত নেন?

উওরদাতা: রোগীর অবস্থা যখন একটু খারাপ দেখা যায় ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: জটিল । তখন আমরা এন্টিবায়োটিক দেই । সাধারন কোনো ইয্ রোগীকে ঔষুধ দেই না । এন্টিবায়োটিক দেই না ।

প্রশ্নকর্তা : এই খারাপ বা জটিলটা যদি আমাদের একটু ক্লিয়ার করেন , যে এই খারাপ বা আপনি জটিল কাকে বুঝাচ্ছেন কোন জন কে?

উওরদাতা: জটিল বলতে আপনি ঐযে বললাম যে ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: অনেক জায়গায় কেটে গেছে বা ছিলে গেছে এই এগুলো সারে না ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: দ্রীর্ঘ দিন জাবত ঐটা লালা পড়তাছে , লালা ঝড়তাছে ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: তখন এইটা আরকি ।

প্রশ্নকর্তা : তখন এটাকে আপনি বলতেছেন একটু জটিল হয়ে গেছে?

উওরদাতা: রোগ জটিল হয়ে গেছে , পচন ধরছে ।

প্রশ্নকর্তা : হু । তো কোন কোন রোগের জন্য এন্টিবায়োটিকটা প্রদান করেন? একটা বললেন যে কাঁটা ছিড়া ।

উওরদাতা: কাঁটা ছিড়া , ই হয় দ্রীর্ঘ দিন জাবত জ্বরে ভুগতাছে জ্বর সারতেছে না ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: তখন এন্টিবায়োটিক দিছি । সিপ্রোসিন , পারসেফ , এমিজিন ।

প্রশ্নকর্তা : সিপ্রোসিন , পারসেফ । (Percef)

উওরদাতা: প্রোফ্লক্স, পারসেফ ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। প্রুফ্লক্স ?

উওরদাতা: প্রোফ্লক্স ।

প্রশ্নকর্তা : প্রু?

উওরদাতা: প্রোফ্লক্স ।

প্রশ্নকর্তা : বানান?

উওরদাতা: proflox .

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: কুমুদিনি ফার্মার । (kumudini pharma)

প্রশ্নকর্তা : কুমুদিনি ফার্মার? আচ্ছা তো এখন একটু বলেন তো একটা এন্টিবায়োটিকের যে দাম , দাম কেমন কি অবস্থা ? কত টাকা দাম ?

উওরদাতা: দাম হইলো সর্বচ্চ একটা এন্টিবায়োটিকের দাম আমি পঞ্চান্ন টাকা পর্যন্ত দেখছি । পঞ্চান্ন আর সর্বনিম্ন আপনের সাত টাকা ।

প্রশ্নকর্তা : সাত টাকা কোনটা ? পঞ্চান্ন টাকা কোনটা?

উওরদাতা: সাত টাকা হইছে আপনের এমাইসিন ৫০০ । আর পঞ্চান্ন টাকা হচ্ছে আপনের -- । এটার নামটা আমার সরন নাই তবে পঞ্চান্ন টাকা আছে । থিজা আছে আপনের পচিঁশ টাকা । থিজা । (Thiza)

প্রশ্নকর্তা : থিজা?

উওরদাতা: তারপর আপনের জিমেক্স । পচিঁশ টাকা । প্রুফ্লক্স আমরা সাধারনত , সিপ্রোসিন স্কোয়ারের এটা হচ্ছে আপনের চোদ্দ টাকা । প্রুফ্লক্স ও চোদ্দ টাকা ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনার এখানে যে ঔষুধের কথা বলতেছিলেন আপনার ঔষুধ গুলো কোন কোন ধরনের কোন কোন কেটাগরির ঔষুধ আছে এখানে?

উওরদাতা: এখানে ঔষুধ আছে আপনের এটা তো আপনের পশু, মানে পশুর- পাখির জন্য চিকিৎসা করা হয় না।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: এখানে আপনের মানুষের চিকিৎসা করা হয় , ঠিক আছে? মানুষের যে সমস্ত রোগ প্রতি মানে রোগ টোগ হয় সেই চিকিৎসা এই জায়গায় করা হয় ।

প্রশ্নকর্তা : না সেটাতো আমি , আমরা প্রথমেই জেনে নিছি যে আপনার কাছে মানুষের ঔষুধ গুলি আছে শুধু মাত্র , সেক্ষেত্রে ধরেন এইদিকে কিছু ঔষুধ দেখা যাচ্ছে যে স্যালাইন ।

উওরদাতা: হু । ওর্ স্যালাইন ।

প্রশ্নকর্তা : আবার ঐযে কিছু দেখা যাচ্ছে এগুলা কি ?

উওরদাতা: কাশির সিরাপ ।

প্রশ্নকর্তা : সিরাপ?

উওরদাতা: হ্যা । কাশির ।

প্রশ্নকর্তা : তারপর আছে কি ধরনের ট্যাবলেট ?

উওরদাতা: ট্যাবলেট ।

প্রশ্নকর্তা : আর এই পাশে এগুলো এগুলো যদি আমরা বলি ঐযে কারমিনা ঐগুলো কি?

উওরদাতা: কারমিনা হইছে আপনার ঐ --।

প্রশ্নকর্তা : সিলগারা কারমিনা ?

উওরদাতা: সিলগারা হইছে আপনার ভিটামিন জাতীয়, আর কারমিনা হইছে আপনের পেটে হজম হয় না বদ হজম । দ্রীর্ঘ দিন জাবত আপনের ই, এই ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আর কি কি ধরনের ? এন্টিবায়োটিক আছে আপনের কোন জায়গায়?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক আছে এইযে প্রোফ্লক্স আছে এই জায়গায় ।

প্রশ্নকর্তা : এখানেই আছে না?

উওরদাতা: এখানেই আছে।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা তাইলে আমরা ঐ জিনিসটা জানবো এন্টিবায়োটিকেরটা একটু পরে আসবো । এখন আমি শুনতে চাচ্ছি যে ধরেন তাইলে আপনার এখানে মলম আছে কিছু ।

উওরদাতা: মলম আছে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা । আর কি কি আছে এরকম টাইপের ?

উওরদাতা: মলম আছে এগুলো হইলো আপনের দাউদ কি এগুলো প্রতিরোধ করার জন্য। আপনের এই প্রোফ্লক্স আছে এটা হইলো আপনের কুমুদিনি ফার্মার এটা হচ্ছে আপনার জ্বর ঠান্ডা কাশ।

প্রশ্নকর্তা : এটা কি ?

উওরদাতা: এটা হল এন্টিবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক । তার মানে একটা হইলো যে এন্টিবায়েঅটিক আছে , মলম বা ক্রিম আছে এটা বলতেছেন আর একটা কি আছে?

উওরদাতা: ভিটামিন জাতীয় আছে ।

প্রশ্নকর্তা : ভিটামিন জাতীয় ।

উওরদাতা: লিকুয়িড । লিকুয়িড ।

প্রশ্নকর্তা : লিকুয়িড গুলো আছে । আর কি কোনো ঔষুধ আছে যে গুলো আপনে আমাকে বলেন নাই ?

উওরদাতা: ঐযে জ্বরের সিরাপ টিরাপ এগুলা আছে ।

প্রশ্নকর্তা : জ্বরের সিরাপ গুলো আছে ।

উওরদাতা: হ্যা । বরি টরি , পিল টিল আছে ।

প্রশ্নকর্তা : পিল আছে , বরি আছে । আচ্ছা ঐ জন্ম নিয়ন্ত্রনের পিল ।

উওরদাতা: জন্ম নিয়ন্ত্রনের পিল ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । ঠিক আছে । এখন আমরা যেটা বলতে ছিলাম যে একটা এন্টিবায়োটিকের যে পরিমান টাকা মানুষ খরচ করে , মানে যেটা যে দাম ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : সে পরিমান উপযোগীকা বা সে পরিমান লাভ মানে বেনিফিট কি মানুষ হয়?

উওরদাতা: হয় মানুষ বেনিফিট হয় , বেনিফিট হয় বিধায়তো দোকানে ডাক্তারের পরামর্শ গ্রহন করতে আসে ।

প্রশ্নকর্তা : কিভাবে বেনিফিট হচ্ছে একটু বলেনতো ?

উওরদাতা: আপনি বলতেছেন যে একটা ঔষুধের ন্যায্য মূল্য যেমন ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: পাচঁ থেকে সাত টাকা ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: এইটা একজন রুগী ক্রয় করে নিব এখন যদি তার কাজ না হয় ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: কাজ হয় বিধায় সে নিতে আসে । কাজ না হলেতো আসতো না ।

প্রশ্নকর্তা : একজন বিক্রেতা বা একজন ডাক্তার হিসেবে পল্লি চিকিৎসক হিসেবে আপনার কি মনে হয় যে সে পয়ত্রিশ টাকা দিয়ে একটা এন্টিবায়োটিক কিনতেছে , সে এন্টিবায়োটিকের যে দাম ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এই দামের এন্টিবায়োটিক সে কিনে নিচ্ছে সে, ঐটা খেয়ে সে ভালো হচ্ছে কিনা ? আমি জানতে চাচ্ছি ঐযে বেনিফিটটা সুবিধাটা এটাকি তার উপকার আসতেছে কিনা?

(২০ মিনিট ০৫ সেকেন্ড)

উওরদাতা: হু উপকার আসতেছে ।

প্রশ্নকর্তা : উপকার আসতেছে ?

উওরদাতা: উপকার আসতেছে । উপকার না আসলে তো নিতো না ।

প্রশ্নকর্তা : কি হয় কি উপকারটা হচ্ছে ?

উওরদাতা: যে কাজের জন্য সে এন্টিবায়োটিকটা নিছে তার শারীরিক ক্ষতি পূরণের জন্য , ঐ শারীরিক ক্ষতি হইলেও যদি পূরণ হয়ে যায় তো তাইলে তার বেনিফিটই হইলো ।

প্রশ্নকর্তা : শারীরিক ক্ষতি পূরণ বলতে কি ? মানে অসুস্থতা ?

উওরদাতা: অসুস্থতা অসুস্থ থাকলে সে সুস্থ হয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তার মানে সে যে পরিমান পয়সা খরচ করতেছে সেটা ঐ পরিমান উপকার সে পাচ্ছে ?

উওরদাতা: পাচ্ছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এই আপনে একটু আগে বলতে ছিলেন যে এন্টিবায়োটিকের কোর্সের কথা ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : একটা রোগী যখন আসে আপনি তাকে সাতদিনের কথা বলছেন, সে কি পুরো কোর্স নিচ্ছে না নেয় না ?

উওরদাতা: অনেকে পুরো কোর্স নিচ্ছে অনেকে পুরো কোর্স নিচ্ছে না ।

প্রশ্নকর্তা : কারা নিচ্ছে না পুরোটা?

উওরদাতা: যারা অশিক্ষিত বুঝতেছে না যে এটা কতটুকু দরকার বা কি প্রয়োজন । যারা প্রয়োজন মনে করে শিক্ষিতো লোক কম বেশী তারা বুঝে আর যারা অশিক্ষিত তারা এগুলা বুঝে না।

প্রশ্নকর্তা : তারা এটা বুঝে না ।

উওরদাতা: গ্রহন করে না ।

প্রশ্নকর্তা : গ্রহন করে না । গ্রহন না করার পিছনে একটা একটা হচ্ছে শিক্ষা আর কি কারন থাকতে পারে ?

উওরদাতা: একটা হচ্ছে শিক্ষা , অনেকের আর্থিক অনটনের কারনে নিতেছে না ।

প্রশ্নকর্তা : টাকার সমস্যা ?

উওরদাতা: টাকার সমস্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা এটা একটা বললেন । তো এখন যখন আপনার কাছে একজন রোগী আসে আপনি একটা এন্টিবায়োটিকের কথা বলতেছেন আবার সাধারন ঔষুধ ও আছে আপনার তাই না ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি কোনটা কে বেশী প্রধান্য দেন? আপনি দেয়ার ক্ষেত্রে কোনটাকে বেশী আগে দেন?

উওরদাতা: আগে রোগীর বিস্তারিত বিবরণ শুনি । পরে বিস্তারিত বিবরণ শুনে তারপরে দেই, তার যদি সাধারন নরমাল ঔষুধে অসুখটা সাইরে গেল তাকে নরমালটা দেই আর যদি দেখি যে কাজ হবে না তাইলে এন্টিবায়োটিক দেই ।

প্রশ্নকর্তা : তাইলে নরম্যাল কাকে দিচ্ছেন?

উওরদাতা: নরম্যাল সাধারন রুগী মানে সাধারন জ্বর , আজকে জ্বর আসছে সাময়িক মাথা ব্যাথা ওদের নরম্যাল ঔষুধ দিচ্ছি ।

প্রশ্নকর্তা : হু । আর যারা একটু বেশী দিন ধরে ভুগছে তাদের আপনি এন্টিবায়োটিক দেন?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সেক্ষেত্রে কি সরাসরি একজনকে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দেন এরকম কোনো কেস আছে ? কোনো ঘটনা ঘটে?

উওরদাতা: না আগে রুগীর বিবরন শুনি ইতিহাস সম্পর্কে জানি তারপরে এন্টিবায়োটিক দেই মানে তার রোগের জন্ম কতদিন ধরে ইয়ে পূর্বে কোনো ঔষুধ খাইছে কিনা এগুলা জাইনা তারপরে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : তো অন্য ঔষুধের সাথে এন্টিবায়োটিকের পার্থক্য কি ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক হল অন্য ঔষুধের সাথে পাওয়ার, এন্টিবায়োটিক হল মানে জটিল অসুখ সারায় সাধারন নরম্যাল ঔষুধে নরম্যাল অসুখ সারায় । এটুকুই পার্থক্য ।

প্রশ্নকর্তা : তো আমরা অবশ্য এটা বলেছিলাম যে প্রেসকিপশন ছাড়া মানুষ জন আসে কিনা ?

উওরদাতা: আসে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ?

উওরদাতা: আসে ।

প্রশ্নকর্তা : আসে তো সেক্ষেত্রে আপনে কি করেন ?

উওরদাতা: প্রেসকিপশন ছাড়া মানুষ আসলে তার শরীরের বিবরণ মানে তার ইতিহাস শুনে তারপরে ঔষুধ দিয়ে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : মুখে মুখে ও কি তাদের প্রেসক্রাইব করেন তাদেরকে ?

উওরদাতা: মুখে মুখে প্রেসক্রাইব করি জিজ্ঞেস করি যে তোমার কি সমস্যা কি কারনে আসলা কি হইছে ? যদি বললো যে আমার এই জায়গায় সমস্যা সারা অঙ্গ পতঙ্গের বিবরণ শুইনে তারপরে ঔষুধ দেই ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিকটা কি? এন্টিবায়োটিক কোনটাকে বলে ?

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিক আমি যতদূর জানি , যতদূর যতদূর জানি আর কি ।

প্রশ্নকর্তা :: জি ।

উওরদাতা : এন্টিবায়োটিকটা মনে করেন একটা জটিল রোগের ঔষুধ অনেক কঠিন মানে সহজে যে রোগ সারে না, মানে সে রোগ সারার মাধ্যম হইছে আপনার এই এন্টিবায়োটিক।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তাহলে এখন আমরা একটু শুনব ভাই ইয়ে সম্পর্কে এইযে ঝুঁকি মানে এইযে , ঔষুধগুলো খাচ্ছে সেগুলো কোনো ধরনের ঝুঁকি আছে কিনা । তো এন্টিবায়োটিক গুলো রোগ প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে কার্যকরি ভূমিকা পালন করে ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক কার্যকরি ভূমিকা কি বললেন ?

প্রশ্নকর্তা : মানে একটা মানুষ যে এন্টিবায়োটিক খাচ্ছে , এন্টিবায়োটিক খেলে সেটাকি শরীরের উপকারে আসে কি না ?

উওরদাতা: কোনো রোগী যদি মানে এন্টিবায়োটিক খায় তার শরীরে যদি উপকার না হয় তাহলে আর খায় কিসের জন্য ? উপকার হয় বিধায় খায় ।

প্রশ্নকর্তা : তাহলে এটা কি কি উপায়ে সে উপকার পাচ্ছে ? সে একজন রোগী বেনেফিটটা কিভাবে পাচ্ছে ? এই উপকারটা তার কিভাবে হচ্ছে ?

উওরদাতা: ভাই বুঝতে পারলাম না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আমি আর একটু ইয়ে করে বলি তাহলে সেটা হইছে যে ধরেন , একজন রোগী আসলো আপনার কাছে আসার পরে আপনারা তাকে এন্টিবায়োটিক দিলেন , এন্টিবায়োটিক দাওয়ার পরে এই এন্টিবায়োটিকটাতো সে বললেন যে খাচ্ছে ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : খাইলে এই কিভাবে এটা কাজ করে শরীরের ভিতরে ? এই সম্পর্কে আপনি কতটুকু জানেন?

উওরদাতা: এটা , রোগী যদি আমার কাছে আসে এন্টিবায়োটিক মানে হইলো ক্যাপসুল কিংবা এন্টিবায়োটিক জাতীয় কিছু নিলে , যখন খায় আমার মনে হয় তে এই এক ঘন্টা পর বুঝে যে এটা সারা অঙ্গ পতঙ্গ ফুল শরীরের ভিতরে মানে পেটের পাকস্থলির ভিতরে গিয়ে কাজ করতে থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এন্টিবায়োটিক আপনারা , কোন কোন রোগের ক্ষেত্রে এটি কাজ করে ?

(২৫ মিনিট ৮ সেকেন্ড)

উওরদাতা: রোগ তো মানুষের অনেকই থাকে । অনেক বড় বড় রোগ আছে দেখা যায় যে তখন আমরা ঔষুধ কিনি কাজ হয়ে না এন্টিবায়োটিক খাইলে কাজ হয় ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক কোন রোগের ক্ষেত্রে কাজ করে ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক ঐযে বললাম যে কাটা ছিড়া কোন জায়গায় ক্ষত স্থান তারপর আপনের ই আছে অনেক দ্রীর্ঘ দিন জ্বর আইতে জ্বর সারতেছে না , মাথা ব্যাথায় পইড়ে রইছে , দাতেঁ ব্যাথা , দাতেঁর ভিতরের আপনের মাড়ির ভিতরে পচন ধরছে । এগুলা এন্টিবায়োটিক কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা : এগুলায় এন্টিবায়োটিক কাজ করে ? আচ্ছা । তো এইযে রোগ গুলোর জন্য কোন গ্রুপের ঔষুধটি ভালো ভাবে কাজ করে বলে আপনি মনে করেন?

উওরদাতা: এগুলা আছে আপনার এন্টিবায়োটিক বলতে ঐযে কি এজিট্রোমাইসিন (-------২৫:৫৪ ------) গ্রুপের ,তারপরে আপনের সিপ্রোসিন গ্রুপের এগুলা ভালো কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা : ভালো কাজ করে না?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স বলতে আপনি কি বুঝেন? রেজিসটেন্স ?

উওরদাতা: বুঝতে পারলাম না ।

প্রশ্নকর্তা : এন্টিবায়োটিক রেজিসটেন্স ঐযে ধরেন যদি আমরা নিয়ম মেপে না খাই , নিয়ম মেনে যদি না চলি তাইলে অনেক সময় ঔষুধটা কাজ করে কি করে না এ সম্পর্কে কোনো ধারনা আপনার আছে ? মানে একটা এন্টিবায়োটিক যদি সে ডোজ কমপ্লিট না করে তাহলে কি হইতে পারে?

উওরদাতা: ডোজ না কমপ্লিট করলে রোগী যদি আপনার এন্টিবায়োটিকের ডোজ কমপ্লিট না করে তাহলে তার রোগ সারবে না । অনেক সময় দেখা যায়যে দ্রীর্ঘ দিন ঔষুধ সেবন না করারর ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারিয়া লায় ।

প্রশ্নকর্তা : রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ?

উওরদাতা: থাকবে না ।

প্রশ্নকর্তা : থাকবে না?

উওরদাতা: থাকবে না । হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । হ্যা খুব সুন্দর কথা আর কি হতে পারে ? দ্রীর্ঘ দিন একটা কথা খুবই গুরুত্ব পূর্ণ সেটা হইছে যে যদি এন্টিবায়োটিক সে নিয়ম মেপে না খায় তাহলে আপনি বলতেছেন যে , রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হারায় ফেলবে ।

উওরদাতা: হারায় ফেলবে ।

প্রশ্নকর্তা : তো এখন এইযে মানুষ নিয়ম মেপে খাচ্ছে না । এটা না খাওয়ার কারনটা কি মানে চেলেঞ্জটা কি? কি কারনে এটা মানুষ নিয়ম মেনে খায় না?

উওরদাতা: নিয়ম মেনে অনেক রোগী খায় না কারন বললাম যে এটা ডোজ দিয়া দিলাম তিনদিনের অথবা সাত দিনের ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: যে সকালের একটা খাইয়ে আর রাত্রেরটা খাইলো না । হে দেখা গেল যে সকালেও খাইলো না রাত্রেও খাইলো না অনেক সময় মানুষ সংসারে সাংসারিক কাজ কর্ম নিয়ে ব্যাস্ত থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: আর অনেকে জানা সত্বে ও খায় না । আজকেরটা কালকে খায় কালকেরটা পড়শু খায় ওলট পালট করে ওনেকে খায় ।

প্রশ্নকর্তা : কারন?

উওরদাতা: এই ডিসিপ্লিন নাই ।

প্রশ্নকর্তা : ডিসিপ্লিন ?

উওরদাতা: ডিসিপ্লিন । হ্যা । অনেকে সাংসারিক কাজ কর্ম নিয়ে ব্যাস্ত থাকে ।

প্রশ্নকর্তা : তো তো শরীরটাতো তার ।

উওরদাতা: শরীরটা তার । তার ঐ চিন্তা অনেক সময় থাকে না । শতকরা মনে করেন যে আপনের বিশ তিরিশ জন লোক, আপনের নিয়ম মতো ঔষুধ পাতি গুলো খায় না শতকরা ।

প্রশ্নকর্তা : তো এই যে নিয়ম মেনে আমরা খাচ্ছি না । না খেলে আমাদেরতো কি হবে?

উওরদাতা: সমস্যা হবে পরবর্তীতে ।

প্রশ্নকর্তা : তো একজন ডাক্তার হিসেবে আপনার কাছে যখন ওরা আসে তখন আপনি কিভাবে তাদেরকে বলেন ?

উওরদাতা: আমার যতটুকু কর্তব্য এবং দায়িত্ব আমি বইলা দেই কিন্তু অনেকে দেখা যায়যে নিয়ম মতো খাইলো নিয়ম মেনে চললো, অনেকে চললো না । এটাই ।

প্রশ্নকর্তা : কিন্তু সে যে নিয়ম মেনে খাচ্ছে না সেটা বুঝেন কিভাবে?

উওরদাতা: বুঝি যে আসলে আবার যখন দ্বিতীয়বার আসে যে রোগ সারে নাই দেইখে , কয় ভাই ঔষুধ খাইতে ভুইলে গেছি । মনে থাকে না । হ্যা খামু নেয় । এটা বলে । যারা বিশেষ কইরা শিক্ষার যাগো অভাব আছে তারা । জ্ঞানের অভাব ।

প্রশ্নকর্তা : জ্ঞানের অভাব ?

উওরদাতা: জ্ঞানের অভার ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আর কি কোনো কারনে মানুষ ঔষুধ খাইতে ভুল করে বা মিস করে? শুধু মাত্র কি সাংসারিক ব্যাস্ততা মনে থাকে না এজন্য না অন্য কোন কারন আছে?

উওরদাতা: এটা আমি জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : এটা আপনি জানেন না । তো আপনের এখানে তো বাচ্চাদের ও ঔষুধ রাখছেন ।

উওরদাতা: জি আছে ।

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চাদের ঔষুধ গুলো আপনারা তাদেরকে কি কি ধরনের এন্টিবায়োটিক বলেন?

উওরদাতা: বাচ্চাদের আমি ছোট বাচ্চা যেমন দ্রীর্ঘ দিন মানে পনেরো বিশ দিন ধরে কি কাশে ভুগতাছে পাঁচ সাতদিন ধরে জ্বর সারতাছে না । আমি করি কি থিজা আছে না ? থিজা দেই এন্টিবায়োটিক । আর ঐ এপেনডিস কম্পানীর ই আছে আপনার ফাইমক্সিল , সিরাপ আছে তারপর আপনার ফাইমক্সিল ড্রপ আছে ওগুলা দেই । এগুলা এন্টিবায়োটিক ।

প্রশ্নকর্তা : এগুলা এন্টিবায়োটিক?

উওরদাতা: কাশ ও জ্বর শুকায় ।

প্রশ্নকর্তা : এগুলা এখন দেয় ? কতদিনের দেন ?

উওরদাতা: সাতদিন । সাতদিন ধরে সারতেছে না অন্য ঔষুধ খাওয়াইছে নাপা নাকি সিরাপ খাওয়াইছে কাজ হইতেছে না ঠান্ডাও জাইতেছে না কাশঁ ও সারতেছে না তখন দেই ।

প্রশ্নকর্তা : তো একজন রুগী যখন আসে কত কি মানে কতদিনের মাথায় আসে? কিভাবে আসে? প্রথমেই চলে আসে নাকি কি করে ?

উওরদাতা: অনেকে প্রাথমিক অবস্থায় আসে অনেকে আবার অন্য জায়গা থেকে ঔষুধ পাতি খায় , খায়ে যদি সারলো না তখন আবার আমার কাছে আসে তখন দেই ।

প্রশ্নকর্তা : আর এইযে বাচ্চাদের কথা বলতে ছিলাম বাচ্চাদের ঔষুধগুলো কিভাবে নেয় বা কিভাবে হয় একটু বলেন তো ?

উওরদাতা: বাচ্চাদের ঔষুধ ঐযে বয়স ঐযে অনুসারে দাওয়া হয় ঐযে বাচ্চাগো এক বছর না পাচঁ বছর ? বাচ্চার বয়স অনুপাতে ঔষুধ দাওয়া হয় ।

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চার বয়স অনুপাতে ঔষুধ দেন কিন্তু সে ক্ষেত্রে মানে কারা ঔষুধ নিতে আসে ? কিভাবে আসে ঐ বিষয়টা?

(৩০ মিনিট ২৪ সেকেন্ড)

উওরদাতা: বাচ্চার অভিভাবকরা আসে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ?

উওরদাতা: অভিভাবক গারডিয়ানরা আসে ।

প্রশ্নকর্তা : গারডিয়ানরা আসে ?

উওরদাতা: বাচ্চা নিয়েও আসে অনেকে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। বাচ্চা নিয়ে আসলে কি করেন আর বাচ্চা না নিয়ে আসলে কি করেন ?

উওরদাতা: বাচ্চা নিয়ে আসলে এইযে জ্বর ট্বর দেখি । জ্বর ট্বর দেইখে আরকি কাশ ঠান্ডা মানে কতদিন ধইরে এগুলা ইতিহাস শুনি তারপরে আরকি ঔষুধ সেবা প্রদান করে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আর বাচ্চা নিয়ে আসলে ?

উওরদাতা: বাচ্চা নিয়ে আসলেই তো ।

প্রশ্নকর্তা : নিয়ে আসে না?

উওরদাতা: নিয়ে আসলেইতো এগুলা করি । দেখি শুনি যে কেমনে কি । বিস্তারিত ।

প্রশ্নকর্তা : আর না নিয়ে আসলে ?

উওরদাতা: না নিয়ে আসলে তো রোগীর গারডিয়ানের কাছে শুনে তারপর ঔষুধ দিয়ে দেই ।

প্রশ্নকর্তা : তারপর ঔষুধ দিয়ে দেন ? আচ্ছা । তো সেক্ষেত্রে আপনার এখানে বেশির ভাগ কোনটা হয়? রোগী নিয়ে আসে নাকি রোগী ছাড়া আসে মানুষ ?

উওরদাতা: রোগী নিয়েও আসে রুগী ছাড়াও আসে ।

প্রশ্নকর্তা : রোগী নিয়ে আসে । আচ্ছা তো ধরেন একটা যদি আমরা সাধারন প্রাকটিস এর কথা চিন্তা করি , মানুষ কি করে কিভাবে ঔষুধের জন্য আসে রোগী নিয়া না রোগীর সাথে কে আসে ?

উওরদাতা: রোগীর সাথে যদি বাচ্চা রোগী হয় , বাচ্চা রোগীর সাথে তার পিতা মাতা আসে ।

প্রশ্নকর্তা : একজন আসে না দুইজন আসে ?

উওরদাতা: একজন আসে । একজন আসে অনেক সময় দুইজন আসে । একজন আসে দুইজন আসে ।

প্রশ্নকর্তা : দুইজনও । আচ্ছা ঠিক আছে , তারমানে আমরা বুঝলাম যে বাচ্চা যখন হয় বাচ্চাতো সে জানে না ।

উওরদাতা: জানে না । বাচ্চা-কাচ্চা এই সবের বুঝে না ।

প্রশ্নকর্তা : হু তো তখন বাবা-মারা এসে আপনাদের কাছে বলে ?

উওরদাতা: হু । বলে এসে ঐ বলা অনুসারে ঔষুধ দেই ।

প্রশ্নকর্তা : ঐ হিসাবে ঔষুধ দেন । আচ্ছা । এখন আমরা একটু , বাবুল ভাই আমরা একটু পলিসি সম্পর্কে শুনব । পলিসি বিষয়টা হইছে যে ধরেন এইযে আপনি কি ব্যবস্থাপত্র বা যেটা প্রেসকিপশন ছাড়া এন্টিবায়োটিক বিক্রি করেন?

উওরদাতা: এইটা তো বলছিলাম না ।

প্রশ্নকর্তা : না একটা হইছে যে আপনার কাছে তারা রোগী আসতেছে ।

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : একটা হইছে ঔষুধের জন্য ।

উওরদাতা: প্রেসকিপশন নিয়ে ।

প্রশ্নকর্তা : এখন আমরা শুনব হইছে যে এন্টিবায়োটিকের জন্য কি যখন আসে তখন প্রেসকিপশন ছাড়া আসে কিনা ?

উওরদাতা: ছাড়াও আসে ।

প্রশ্নকর্তা : ছাড়াও আসে না ?

উওরদাতা: হ্যা আসে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এখানে এইযে এন্টিবায়োটিক বিক্রির কথা বলতেছেন বা সাধারন ঔষুধের কথা বলছেন এরকম ঔষুধগুলো মনিটরিং করার জন্য পর্যবেক্ষন করার জন্য কোনো নিয়ন্ত্রন সংস্থা আছে ? পর্যবেক্ষন সংস্থা আছে? কেউ আসে? আপনাদের এগুলা দেখাশুনা করে ?

উওরদাতা: না কেউ আসে না ।

প্রশ্নকর্তা : কেউ আসে না । এন্টিবায়োটিক ব্যবহারের সম্পর্কিত কোনো সরকারী নিতীমালা সম্পর্কে আপনি জানেন ?

উওরদাতা: জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : কোনো সরকারী নিতীমালা সম্পর্কে আপনি জানেন না । আপনার কাছে কি মনে হয় এন্টিবায়োটিক বিক্রির জন্য একটি নিতীমালা বা একটি আচারবিধী থাকা উচিৎ?

উওরদাতা: মনে হয় কিন্তু কোনো কার্যকারীতা , কার্যক্রম দেখতাছি না ।

প্রশ্নকর্তা : কার্যক্রম দেখতে পারতেছেন না ? আচ্ছা । আপনিকি মনে করেন কিছু ব্যবসায়ী বা কিছু সেবা প্রদানকারী আছে যারা , যাচ্ছেতাই ভাবে মানে যেটা এন্টিবায়োটিক দরকার নাই সেখানেও এন্টিবায়োটিক প্রেসক্রাইব করতেছে ?

উওরদাতা: ঠিক আছে এটার সাথে আমি একমত , অনেকে দরকার নাই হুদাহুদি ই করতাছে ।

প্রশ্নকর্তা : কারা দিচ্ছে ? কিভাবে দিচ্ছে ? মানে এইযে প্রেকটিসটা যারা করে ধরেন ঔষুধের দোকান আছে কিন্তু ধরেন একজন রোগী আসলো তার এন্টিবায়োটিক দরকার নাই সে কি দিচ্ছে কিনা? তাকে ঔষুধ দিয়ে দিছে এন্টিবায়োটিক দিয়ে দিছে এরকম কোনো ঘটনা হয় কিনা ? আপনিতো বললেন যে এই হ্যা এইটা হয় , কোন কোন ক্ষেত্রে এটা ঘটে কেন দেয়?

উওরদাতা: যারা অনেকে না যানে না বুঝে তখন দিতে পারে, দেয় । দেয় তখন । না যাইনা না বুইঝা কোন জায়গায় দিতে পারে তাই বুঝছেন?

প্রশ্নকর্তা : এই না যাইনে দেয়ার পিছনে কি কারন থাকতে পারে ? সেটা কি তার মানে ব্যবসা বিষয় থাকে নাকি , একজন ডাক্তারের বেশী সেল হবে এটা চিন্তা করে দেয়? মানে আমি যদি ঔষুধ বেশী --?

উওরদাতা: মনে হয় ।বেশী সেল হবে এটা মনে করে মনে হয় দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার কাছে কি মনে হয়?

উওরদাতা: এটাই মনে হয় । বেশী সেল হবে এজন্য মেইবি দেয় ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো যেটা বলতে ছিলাম বেশী সেলের কথা সে ক্ষেত্রে কি আপনার কাছে মনে হয় যে এই ক্ষেত্রে কোনো ঔষুধ কম্পানীর লোকজন বা এসে আপনাদেরকে অনেক সময় ইনফ্লুয়েন্স করে মানে প্রভাবিত করে যে , আমার ঔষুধটা এটা বেচোঁ এরকম কোনো ঘটনা ঘটে কিনা ?

উওরদাতা: বলে কিন্তু আমরা তা করি না , মানে অনেক কম্পানীর লোক আছে রিপ্রেসেন্টেটিভ আসে । আমাদের বলে এটা চালাও এটা চালায় দাও , আমি চালাই না । বলে , অনেক কম্পানীর লোক আসে ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: মার্কেটিং এর জন্য বলে । তখন আমরা করি না ।

প্রশ্নকর্তা : তারা কি বলে?

উওরদাতা: তারা বলে যে আমার এটা চালাও এটা এটা কর । এটা থুয়ে এটা কর । আমরা করি না ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনি কোনটা করেন ?

(৩৫ মিনিট ০৪ সেকেন্ড)

উওরদাতা: আমি ঐযে এগুলা করি না মানে যেটা আমার ইচ্ছা অনুসারে আমি সেচ্ছায় যেভাবে করি, সেটাই করি । মনে যা চায় মানে আমার কিচার বিবেচনায় যা আসে তাই করি ।

প্রশ্নকর্তা : মানে রোগীর কনডিশন দেখে ?

উওরদাতা: হ্যা রোগীর কনডিশন দেখা ।

প্রশ্নকর্তা : যেটা মনে হইছে দিলে --?

উওরদাতা: হ্যা হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : তার কথা মানে আপনি মাথায় নিচ্ছেন না সে তার কথা বলেই গেল ?

উওরদাতা: বলেই গেল ।

প্রশ্নকর্তা : বিষয়টা এরকম ?

উওরদাতা: হ্যা । বিষয় টা এরকম ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । তো এক্ষেত্রে কি আপনার কাছে ঐযে আমরা বলতে ছিলাম কিছু ডাক্তার বা কিছু ইয়া আছে যারা ঔষুধ বিক্রি করেন তারা অনেক সময় নিজেদের লাভে, রোগীর লাভের বিষয়টা চিন্তা করে না ; যে রোগীর রোগ ভালো হয়ে যাবে সেটা দরকার নাই , আমি আমার ব্যবসাটা হয়ে যাক ? হ্যা ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : তো আপনার কাছে কি মনে হয় এরকম কোনো এন্টিবায়োটিক লেখা হতে পারে কিনা ? ভাই আপনার কাছে ধরেন একজন রোগীর কি হল এটা দেখার বিষয় না কিন্তু আমার একজন ঔষুধ কম্পানী এসে বলে গেল যে আমার্ এই ঔষুধটা দাও এরকম কি কোন ই প্রবাহিত হয়ে প্রেসকিপশনে এন্টিবায়োটিক লেখে? কোন ডাক্তার বা কোনো এরকম যারা ঔষুধ দেন তারা? দেয়?

উওরদাতা: লিখতে পারে কোনো ডাক্তার , ভাই আমি মানে কোনো মার্কেটিং রিপ্রেসেন্টেটিভ আসলে তাদের কথা কোনো কানে নেই না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: শুনি না তাদের কথা ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি শুনেন না কিন্তু এরকম আপনার মতো ধরেন আরও তো বহু হাজার হাজার --?

উওরদাতা: হ্যা নিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ?

উওরদাতা: হ্যা নিতে পারে ।

প্রশ্নকর্তা : কি তার পিছনে কারনটা কি ?

উওরদাতা: মনে হয় তার কোনো আর্থিক লাভের জন্য করতাছে । লাভ বিধায় , আর্থিক কোনো লাভের জন্য করতেছে ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । ভোক্তা অধিকার সম্পর্কে একটু যদি আমাকে বলেন , ভোক্তা অধিকারটা কি ?

উওরদাতা: বুঝতে পারলাম না ?

প্রশ্নকর্তা : ভোক্তার অধিকার টা?

উওরদাতা: ভোক্তা মানে কি?

প্রশ্নকর্তা : ভোক্তার অধিকার বলতে আপনি কি বুঝেন এই , আমাকে একটু বলেন ?

উওরদাতা: ভোক্তার অধিকার বলতে আমি বুঝি যে কোন ঔষুধের দোকান বা কোনো মুদির দোকান তারপর হচ্ছে চায়ের দোকানে যদি কোনো কাসটোমার বা ইয়ে বক্তার যায় মানে সে যা চায় তাই দাওয়া উচিৎ , কাসটোমারে চাইলো ভাই আমার ঐ ঔষুধটা দেন আমি দিয়ে দিলাম অন্যটা আমার নিজের ইচ্ছা মতো আমার লাভের জন্য ।

প্রশ্নকর্তা : হু হু হু ।

উওরদাতা: এটা দেওয়া ঠিক না ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা ।

উওরদাতা: এটা ভোক্তার অধিকার ।

প্রশ্নকর্তা : এটা ভোক্তার অধিকার , না? তো একটি প্রেসকিপশনে বা ব্যবস্থা হচ্ছে আপনি যেটা মুখে মুখে দিচ্ছেন সে ক্ষেত্রে যদি আমরা কোনো একটা সঠিক প্রেসকিপশন লেখার কথা বলি যথাযথ পরামর্শ লেখার জন্য বলি সে ক্ষেত্রে কি কি বিষয় থাকা উচিৎ বলে আপনি মনে করেন ? কি করতে হবে তাহলে উনার কি ধরনের ব্যবস্থা নিলে এটা কার্যকর হতে পারে? একটা প্রেসকিপশনের কথা যদি আমরা বলি ? সে প্রেসকিপশনটা আমরা ----?

উওরদাতা: মানে আপনি বলতে চাচ্ছেন যে একটা ডাক্তার , একটা রোগী মানে কি ধরনের প্রেসকিপশন করে এইতো?

প্রশ্নকর্তা : হ্যা একটা সেন্ডার্ড প্রেসকিপশন কোনটাকে বলবো ?

উওরদাতা: প্রেসকিপশন বলতে আমি যতটুকু জানি যে একটা রোগী যদি একটা ভাল মানে এম.বি.বি.এস. ডাক্তার সরানপন্ন হয় যদি তার রোগীর ইতিহাস বিস্তারিত বলে বিস্তারিত বলার পরে যদি তার কোনো তার কোনো ট্রিটমেন্ট এর দরকার হয় পরীক্ষা নিরীক্ষা মানে করার পর তারপর মনে করেন যে পরীক্ষা নিরীক্ষায় যা রেজাল্ট আসে এই রেজাল্ট অনুসারে একটা ভালো ডাক্তার তার ব্যবস্থাপত্র গ্রহন করে থাকে । আর প্রেসকিপশন করে থাকে মানে তার রোগের ইতিহাস সম্পর্কে বিস্তারিত মানে অবগত হয় ।

প্রশ্নকর্তা : তো লোকজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য কোথায় বেশী যায?

উওরদাতা: লোকজন এন্টিবায়োটিক নেওয়ার জন্য তো মনে করেন যে জায়গায় ক্লিনিক বা হসপিটাল গড়ে উঠছে ঐখানে ঐ জায়গায় তো আপনের এন্টিবায়োটিক বিক্রি বেশী হয় রোগীও বেশী বিক্রিও বেশী ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । আপনার এখানে কি কোনো গৃহ-পালিতো পশু-প্রানীর ঔষুধ আছে ?

উওরদাতা: গৃহ-পালিতো পশু-প্রানীর ঔষুধ নেই ।

প্রশ্নকর্তা : নাই । আচ্ছা । তাইলে আমরা একটু আমাদের শেষের দিকে চলে আসছি আমরা একটু শুনবো আপনি এখানে বলতে ছিলেন যে এন্টিবায়োটিকের আমরা আর একটা জিনিস জানবো । কোন ধরনের এন্টিবায়োটিক আপনার এখানে সবচেয়ে বেশী লিখে থাকেন মানুষকে দেন আমাকে যদি একটু বলেন ?

উওরদাতা: এন্টিবায়োটিক মানে অনেক সময় ধরেন নিজে (---৩৮:৫৮---) একটা প্রেসকিপশন কইরে আনছে ।

প্রশ্নকর্তা : জি ।

উওরদাতা: আমার পরিচিতো কিন্তু ঐ জায়গায় কিনে নাই এজায়গায় কিনছে । দেখা যায়যে অনেকের জ্বর কিংবা কাঁশ দ্রীর্ঘ দিন ধইরা , অনেকের কেটে গেছে বা আগুনে দগ্ধ ।

প্রশ্নকর্তা : হু ।

উওরদাতা: ঠিক আছে ? এগুলা লেখলে মানে এগুলা যখন লেখি আবার আমাকে বিশ্বাস করে যারা , বিশ্বস্ত যারা তারা আমারে প্রেসকিপশন নিয়ে আসে তখন আমি তাদেরকে সেবা করে থাকি এন্টিবায়োটিক দিয়ে থাকি ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা আর আপনি কতদিন ধরে এই পেশায় আছেন বললেন ? দুই হাজার সাত থেকে --?

উওরদাতা: দুই হাজার সতেরো পর্যন্ত । দশ বছর ।

প্রশ্নকর্তা : দশ বছর হয়ে গেছে। আপনের কোনো ট্রেনিং?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : নাই ?

উওরদাতা: না ।

প্রশ্নকর্তা : নাই , ট্রেনিং নাই । কোন পরীক্ষায় অংশ গ্রহন করছেন? এই--- ?

উওরদাতা: এই ব্যাপারে?

প্রশ্নকর্তা : এই ব্যবপারে ?

উওরদাতা: এই ব্যবপারে না , কোনো পরীক্ষা দেই নাই ।

প্রশ্নকর্তা : এই ব্যবপারে কোনো পরীক্ষা দেন নাই ।

উওরদাতা: তবে বই টই পইড়া , এমনে এক জায়গায় ছিলাম পনেরো দিন । কোন সার্টিফিকেট মার্টিফিকেট দেওয়া হয় নাই । মানে এমনে তার কাছে শিখছি ।

প্রশ্নকর্তা : তার কাছে শিখছেন?

উওরদাতা: শিখছি । সার্টিফিকেট নাই আমার ।

প্রশ্নকর্তা : আর আপনার পড়াশুনা বললেন যে আপনি--?

উওরদাতা: অনার্স- মাস্টার্স ।

প্রশ্নকর্তা : অনার্স - মাস্টার্স? মাস্টার্স পাশ ?

উওরদাতা: হ্যা । মাস্টার্স পাশ ।

প্রশ্নকর্তা : আপনার দোকানের কি কোনো লাইসেন্স আছে?

উওরদাতা: নাই । লাইসেন্স নাই , তবে , না নাই ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি কি এ দোকানের নিজে মালিক না ----? আপনি এ দোকানের কি?

উওরদাতা: আমি নিজেই মালিক ।

প্রশ্নকর্তা : আপনি নিজেই মালিক । আচ্ছা । তাইলে আপনার এখানে শুধু মাত্র মানুষের ঔষুধ পাওয়া যায়?

উওরদাতা: হ মানুষ , মানুষের ঔষুধ ।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। এটার নাম কি ?

উওরদাতা: এটা হল প্রোমক্স। (Promex)

প্রশ্নকর্তা : প্রোমক্স ।

উওরদাতা: এটার কম্পানীর নাম লেখছেন?

প্রশ্নকর্তা : আমরা এটাকে ফ্রি লিস্টিং বলি আমরা সাধারনত জানার চেষ্টা করতেছি কোন কোন ধরনের ঔষুধ---। কুমুমক্স , কত? ৫০০ ? (kumumox-500)

উওরদাতা: হ্যা 500 mg ।

প্রশ্নকর্তা : এটা হচ্ছে আসলে এমক্সাসিলিন , না?

উওরদাতা: হ্যা । এমক্সাসিলিন । (amoxicillin)

প্রশ্নকর্তা : তারপরে আর কোনটা আছে?

উওরদাতা: Fluclox । সিপ্রোফ্লক্সাসিন । প্রোফ্লোক্স ।

প্রশ্নকর্তা : বানান ভাই ?

উওরদাতা: কোনটা ?

প্রশ্নকর্তা : Proflox । প্রোফ্লোক্স । এটা একটু -- ।

উওরদাতা: সিপ্রোফ্লক্সাসিন ।

প্রশ্নকর্তা : সিপ্রোফ্লক্সাসিন । তারপরে কোনটা আছে?

উওরদাতা: ঐ পাশে ।

প্রশ্নকর্তা : Phylopen Ds । আর কোনটা আছে?

উওরদাতা: আর আপাতোতো এটাই আছে ।

প্রশ্নকর্তা : Phylopen । না? এটা হইছে সিপ্রোফ্লাক্স ?

উওরদাতা: না ঐটা না ঐটা আলাদা ।

প্রশ্নকর্তা :ও ।

উওরদাতা: প্রোমোক্স অছে ।

প্রশ্নকর্তা : Flucloxacillin . আর বাকি?

উওরদাতা: আর নেন এটা , এটাও বিক্রি করি ।

প্রশ্নকর্তা : কি নাম ?

উওরদাতা: Phylopen Ds . এটা লেখেন ।

প্রশ্নকর্তা : এটা তো লিখেছি । Phylopen Ds . Ds?

উওরদাতা: Ds |

প্রশ্নকর্তা : একই গ্রুপের?

উওরদাতা: একই গ্রুপের ।

প্রশ্নকর্তা : আর কোনটা আছে?

উওরদাতা: আপাতোতো এই কয়টাই আছে ।

প্রশ্নকর্তা : বাচ্চাদের?

উওরদাতা: বাচ্চাদের এই ফাইমক্সিল ড্রপ ।

প্রশ্নকর্তা : ফাইমক্সিল ড্রপ ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : ফাইমক্সিল ড্রপ ? FimoXyl. „

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : তারপরে ?

উওরদাতা: থিজা ।

প্রশ্নকর্তা : থিজা ?

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : থিজা আসলে ইয়াটা কি? একটু দেখানতো ? এজিট্রোমাইসিন (Azithromycin)। আর কোনটা আছে?

উওরদাতা: আপাতোতো এই দুইটাই আছে ।

প্রশ্নকর্তা : এই দুইটাই আছে?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আর কোনো এন্টিবায়োটিক আপনার কাছে নাই ?

উওরদাতা: না।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা । এখন যদি .... ভাই আমরা একটু বলি এই এমক্সাসিলিন এটা জেনারেশন হিসেবে কোন জেনারেশনে পরে?

উওরদাতা: জেনারেশন ?

প্রশ্নকর্তা : এইযে এই এন্টিবায়োটিকের জেনারেশন আছে । ফাস্ট জেনারেশন , সেকেন্ড জেনারেশন , থার্ড জেনারেশন । এটাতে এমক্সাসিলিনটা কোন জেনারেশনে পরে জানেন? হ্যা? মুখে বলেন মাথা নারাইলে তো হবে না ।

উওরদাতা: না জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : জানেন না । সিপ্রোফ্লক্সাসিন (ciprofloxacin) এটা কোন গ্রুপে পরে? কোন জেনারেশনে পরে? এই এটা এই ঔষুধ গুলো কোনটা কোন জেনারেশনে পরে আপনি জানেন?

উওরদাতা: এখন যেটা বর্তমান এটা ।

প্রশ্নকর্তা : মানে একটাও ঔষুধের ক্রুটি একটা গ্রুপ আছে না ? জেনারেশন আছে না ? এই সম্পর্কে আপনি কিছু জানেন?

উওরদাতা: জানি না।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ?

উওরদাতা: জানি না।

প্রশ্নকর্তা : আপনি জানেন না । তাহলে সিপ্রোফ্লক্সাসিন এটা কোন জেনারেশন জানেন না ?

উওরদাতা: জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : জানেন না । ফাইমক্সিল ?

উওরদাতা: জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : এজিট্রোমাইসিন ?

উওরদাতা: জানি না ।

প্রশ্নকর্তা : জানেন না ।

উওরদাতা: না জেনে তো এনসার দাওয়া ঠিক না ।

প্রশ্নকর্তা : না , না জেনে এনসার দাওয়া ঠিক না । এটা ঠিক । এটা কোন গ্রুপের? এটা কোনটা কোন রোগের জন্য এটা বলেনতো একটু ।

উওরদাতা: এটা প্রোমক্স - ৫০০ হচ্ছে আপনের এই জ্বর ঠান্ডা , কাশ ।

প্রশ্নকর্তা : জ্বর ঠান্ডা , কাশ । হ্যা। তারপরে ?

উওরদাতা: সিপ্রোসিন ।

প্রশ্নকর্তা : সিপ্রোফ্লক্সাসিন ?

উওরদাতা: সিপ্রোফ্লক্সাসিন হচ্ছে আপনার জ্বরের । এটাও জ্বরের । জ্বর ঠান্ডা , কাঁশ এটা ।

প্রশ্নকর্তা : আর তারপরে যাই ফাইমক্সিল ড্রপ?

উওরদাতা: বাতের ড্রপ ।

প্রশ্নকর্তা : এই এইটা কিসের? ফাইলুফেন ডিএস যেটা ? এটা বললেন জ্বর- ঠান্ডা?

উওরদাতা: ফাইলুফেন না প্রুফ্লক্স ।

প্রশ্নকর্তা : ও আচ্ছা প্রুফ্লক্স যেটা হচ্ছে সিপ্রোফ্লক্সাসিন এটা হচ্ছে জ্বর, ঠান্ডা , কাশ না? হ্যা আর এটা ফাইলুফেন? যেটা হচ্ছে ফ্লফ্লোক্সাসিলিন ?

উওরদাতা: ফাইলুফেন হচ্ছে আপনার এন্টিবায়োটিক শুকানির । মানে--

প্রশ্নকর্তা : শুকায়?

উওরদাতা: হ্যা । ঘাঁ টা শুকায় , কাটঁলে ছিড়ে গেলে ।

প্রশ্নকর্তা : ঘা শুকানো কাটাঁ?

(৪৫মিনিট ১১ সেকেন্ড)

উওরদাতা: কাটাঁ ছিড়া ।

প্রশ্নকর্তা : আর কিছু? এই এটা ফাইলুফেন ডিএস ?

উওরদাতা: ওটাও ওটাও ।

প্রশ্নকর্তা : এটাও এক ? আর ফাইমক্সিল ড্রপ ?

উওরদাতা: ফাইমক্সিল ড্রপ বাচ্চাদের জ্বর ঠান্ডা কাশ । নিউমোনিয়ার বাত ।

প্রশ্নকর্তা : নিউমনিয়া । ঠান্ডা না?

উওরদাতা: ঠান্ডা ।

প্রশ্নকর্তা : জ্বরেরও?

উওরদাতা: জ্বরেরও ।

প্রশ্নকর্তা : ফিবার। এজিট্রোমাইসিন ?

উওরদাতা: এজিট্রোমাইসিন ঐ একই ।

প্রশ্নকর্তা : ঐ নিউমনিয়া ? এটা চাইল্ড এর?

উওরদাতা: ঐ জাতীয় ।

প্রশ্নকর্তা : চাইল্ড ।

উওরদাতা: শুধু চাইল্ডের ।

প্রশ্নকর্তা : শুধু চাইল্ড। তাই, না ? তো আপনি কোনটা বেশী প্রদান করেন? এই এই পাচঁটার ভিতরে ? এক, দুই, তিন, চার, পাচঁ, ছয় । এই ছয়টার ভিতর আপনি কোনটা বেশী বেশী দেন?

উওরদাতা: আমি ছয়টার ভিতরে রোগী বুইঝে দেই । রোগীর ই বুইঝে বিবরণ বুইঝে ।

প্রশ্নকর্তা : হ্যা ।

উওরদাতা: রোগীর ধরন বুইঝে দেই ঔষুধ ।

প্রশ্নকর্তা : তারপরেও যদি আমাদের বলেন যে আপনি কোন রোগীদের এই কথা বললেন যে এই রোগের নাম গুলা বললেন । এই রোগ গুলার জন্য দেন ? আপনার মাথায় একজন, একজন জ্বর নিয়ে আসলো ।

উওরদাতা: হু ।

প্রশ্নকর্তা : সাথে ঠান্ডা কফ আছে। তাইলে আপনার মাথায় প্রথম কোনটা আসে তাকে কোনটা দিবেন?

উওরদাতা: জ্বর নিয়ে আসলে অনেক দিন জ্বর থাকলে, কম করে সাত থেকে চোদ্দদিন খাইতে দিলে সিপ্রোসিন ঐযে প্রুফ্লক্স ।

প্রশ্নকর্তা : সিপ্রোসিন যেটা এইটা দেন ?

উওরদাতা: হ্যা ।

প্রশ্নকর্তা : আর বাচ্চাদের ক্ষেত্রে?

উওরদাতা: বাচ্চাদের ক্ষেত্রে ঐযে থিজা । তারপর ঐযে ফাইমক্সিল ঐগুলা দেই ।

প্রশ্নকর্তা : বেশী কোনটা দেন?

উওরদাতা: বেশী দেই আপনার ঐ ফাইমক্সিল।

প্রশ্নকর্তা : ফাইমক্সিল যেটা এটা বেশী দেন । এটা কেন বেশী দেন ?

উওরদাতা: এটা বেশী দেই কারণ এটা কাজ করে ভালো । ঐটাও কাজ করে এটা বেশী কাজ করে ।

প্রশ্নকর্তা : এটা বেশী কাজ করে ?

উওরদাতা: জি ।

প্রশ্নকর্তাঃ আপনার কাছে আমার শেষ প্রশ্ন, আপনি কি আমাকে দয়া করে এন্টিবায়োটিকের নেটওয়ার্ক সম্পর্কে একটু বিস্ত্মারিত বলবেন? আপনি কিভাবে এইটা পেয়ে থাকেন?

উত্তরদাতাঃ আমি আপনাকে পূর্বেই বলেছি যে এখানে অনেক কোম্পানির রয়েছে যাদের মেডিকেল রিপ্রেন্সেটেটিব রয়েছে যারা সব সময় আমাদেরকে ভিজিট করে। সাপ্তাহে দুইবার তারা আসে। তারা যখন আসে এসে তাদের কোম্পানির কি ওষুধ আছে আর কোনটি শেষ হয়ে গেছে সেইটার একটা লিস্ট করে। আমাদের যদি দরকার হয় আমারা তাদের কে অর্ডার দেই, অর্ডার দেওয়ার পর তারা আমদেরকে সেই ওষুধ তি সরবরাহ করে থাকে। দুই এক দিনে মধ্যে দেই। আমরা তাদের ফোন নাম্বার রাখি, দরকার হলে ফোন দেই। তখন তারা সেই ওষুধ তি আমাদেরকে দিয়া যায়।

প্রশ্নকর্তাঃ কোম্পানি রিপ্রেসেন্টেটিব তারা কোথায় থেকে আসে?

উত্তরদাতাঃ তারা উপজেলা থেকে আসে, এইটা তাদের এরিয়া ভাগ থাকে। তারা ডিপো থেকে ওষুধ পায়। এইতো।

প্রশ্নকর্তা : আচ্ছা। থেংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ.......... ভাই অনেক সময় নিলাম আপনার কাজ থেকে, অনেক ভালো থাকবেন আপনি যে ধরনের তথ্যগুলো আমাদের কাছে দিয়েছেন এই সকল তথ্যগুলো আমাদের অনেক কাজে আসবে। আশা করি আমাদের এই জিনিসটা আমাদের গবেষনা কে অনেক সমৃদ্ধ করবে। আসসালামুআলাইকুম ।

(৪৭: ১৪)